ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

উচ্চ শিক্ষায় অনলাইন এডুকেশন

শফিকুল ইসলাম সবুজ

আমাদের দেশের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই স্বপ্ন দেখেন বিশ্বের নামিদামি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করে ডিগ্রী অর্জন করার। এ কারণে প্রতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর অনেকে শিক্ষার্থী ভিড় জমায় বিভিন্ন কনস্যালটেন্সি ফার্মে। উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে তারা সম্পন্ন করে আইইএলটিএস, স্যাট, টোফেল ইত্যাদি নানা কোর্স। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণ যেমন-স্কলরশিপ, কাগজপত্রের অপূর্ণতা ইত্যাদি নানা কারণে বিদেশে যেতে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাহত হয় অনেকের শিক্ষা জীবন। হাতাশার জালে আচ্ছন্ন এ সকল শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম অবদান ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন নামিদামি ইউনিভার্সিটিতে রয়েছে পড়াশুনার সুযোগ। ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে পড়াশোনার এই পদ্ধতিকে বলা হয় অনলাইন এডুকেশন পদ্ধতি।

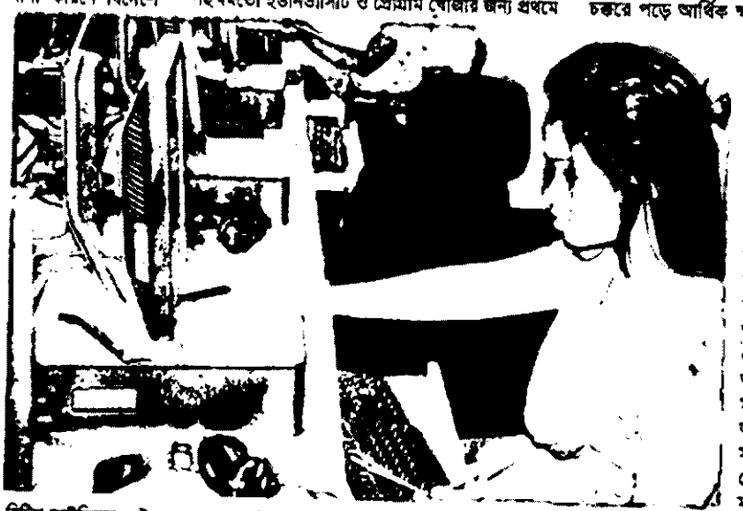

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাইবারজোনে অন লাইন এডুকেশনে তথ্যের খোজ করছে এক তরুণী ছবি : এনামুল হক

অনলাইন এডুকেশনের সুবিধা

অনলাইন এডুকেশনের কিছু বিশাল সুবিধা রয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে-কেউ নিজের সুবিধা মতো সময়ে তার পড়ালেখার সময়টা সেট করে নিতে পারে। রেওলার এডুকেশনে যেমন ব্যস্ততা বা অন্য কোনো কারণে ক্যাম্পাসে না যেতে পারলে লেকচার মিস হয়ে যায়, এক্ষেত্রে সেরকম কোন গ্যাপে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়া শিক্ষার্থীকে দুই বা চার বছর নির্দিষ্ট স্থানে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে পড়াশুনা চালানো এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমসহ যাবতীয় সাজেশন ই-মেইল-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিকট পাঠানো হয়। অনলাইন এডুকেশনের আর একটি সুবিধা হল শিক্ষার্থী নিজ পছন্দমত কোর্স বা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে পারে। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্বাধীন। অনলাইন এডুকেশনে খরচের ব্যাপারেও বড় সুবিধা পাওয়া যায়। ট্রাডিশনাল এডুকেশনের চেয়ে খরচ অনেকটা কম। এছাড়া শিক্ষার্থীদের আর্থিকভাবে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম। ফরমাল এডুকেশনে নোট, লেকচার, অ্যাসাইমেন্ট করার ক্ষেত্রে যেরকম অসুবিধায় পড়তে হয়, অনলাইনে এসব কোনো সমস্যাই হয় না। কারণ অনলাইনে বসে আপনার মাউসের কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সবকিছু মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই চলে আসে হাতের নাগালে। এই মাধ্যমের আর একটি সুবিধা হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র বা শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যে কোন সাহায্য নেয়া যায়- যা পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রোগ্রাম ও ইউনিভার্সিটির তথ্য পাবেন কিভাবে

পছন্দমতো ইউনিভার্সিটি ও প্রোগ্রাম খোঁজার জন্য প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে ইউনিভার্সিটির নুরশিক্ষন বা ডিসটেন্স এডুকেশন খোঁজ করুন। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবিএ, এমবিএ, ইংরেজি, সোস্যাল সায়েন্স, ইকোনমিকস, হিস্ট্রি, জার্নালিজম, কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদি প্রোগ্রাম-এর উপর গ্রাজুয়েশন ও পোস্টগ্রাজুয়েশন ডিগ্রী করা যায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করতে পারেন www. Utexasedu/world এবং www. odlqc.org.uk ওয়েবসাইটে। গুগলের সার্চ ইঞ্জিন ব্রাউজ করেও পেতে পারেন আপনার পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

অনলাইন শিক্ষা ব্যয়

অনেকে মনে করতে পারেন যেহেতু অনলাইন-এর মাধ্যমে কাজ করা হয়। হয়তো বা এর কোন খরচ নেই। কিন্তু অনলাইনে ডিগ্রী অর্জনের জন্যেও অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এই খরচের পরিমাণ ক্যাম্পাসভিত্তিক ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেমন খরচ এটা আপনি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড বা রিকগনাইজড কোন ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ জমা দিতে হয়।

অনলাইন শিক্ষায় অসুবিধা

অনলাইনে পড়াশুনা করার ক্ষেত্রে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধারও মুখোমুখি হতে হয়। যেমন- অনেক প্রতিষ্ঠান এই ডিগ্রীটাকে ট্রাডিশনাল ডিগ্রীর মতো গুরুত্ব দিতে চায় না। অনলাইন এডুকেশনের আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে কিছু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী মানসম্মত হয় না। ফলে অনেকের ফ্রড গ্রুপের চক্করে পড়ে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে অনলাইন এডুকেশন বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে এখনো পর্যন্ত অনলাইন এডুকেশন চালু হয়নি। তবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিসটেন্স এডুকেশনের ব্যবস্থার রয়েছে তাতে সীমিত পরিসরে ইন্টারনেটে কিছু প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। বৃটিশ কাউন্সিলের অনলাইন লাইব্রেরী রয়েছে। এছাড়াও আইইএলটিএস, এসিসিএ এবং সিএ -এর মত গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরীক্ষা অনলাইনের মাধ্যমে দেয়া হয়।

অনলাইন এডুকেশন মুছে দেয় সারাবিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক সীমানা। যার মাধ্যমে আপনিও হতে পারেন বিশ্বের নামকরা কোন প্রতিষ্ঠানের গর্বিত স্টুডেন্ট।

নীচে বিশ্বের নামিদামি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট এড্রেস দেয়া হল।

তো আপনি লগঅন করে জেনে নিন আপনার পছন্দের ইউনিভার্সিটির যাবতীয় তথ্য।

ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি www.ignou.ac.in, ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, www.washint.edu, ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি www.unex.vcr.edu, লন্ডন ইউনিভার্সিটি www.lon.ac.uk, নটিংহ্যাম ইউনিভার্সিটি www.nottingham.ac, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি www.scps.nyu.edu, সেন্ট জর্জ ইউনিভার্সিটি www.stgeorges.edu, ল্যানক্যাস্টার ইউনিভার্সিটি www.lancs.ac.uk, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন www.ioe.ac.uk, লিভারপুল জন মোরেস ইউনিভার্সিটি www.ljmu.ac.uk